আমি আমার সন্তানকে কি ভাবে সহায়তা করতে পারি ?

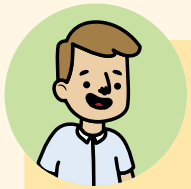

সন্তানের সাথে কথা বলার সময় নিম্নলিখিত কাজগুলো নিশ্চিত করুন

- তার মুখোমুখি বসুন
- আলোকিত স্থানে বসুন যাতে সন্তান আপনার ঠোঁট ও মুখ ভঙ্গি ভাল ভাবে দেখতে পায়
- আশে পাশের শব্দ যেন কম থাকে, শান্ত পরিবেশে খুঁজে নিন
- ধীরে ধীরে স্পষ্ট ভাবে বলুন
- চিৎকার করবেন না

সন্তানের শ্রবণ যন্ত্র কিংবা ককলিয়া প্রতিস্থাপন সামগ্রীর যত্ন নিন,

- নিয়মিত ব্যাটারি পরিবর্তন করুন
- রাত্রে শ্রবণ যন্ত্রটি একটি শুকনো বাক্সে রেখে দিন

ডাক্তার ও অডিওলজিস্ট এর দেওয়া নির্দেশগুলি অনুসরণ করুন,

নির্দেশমতো নিয়মিত ভাবে চেক আপ বা থেরাপী করান।

সন্তানের শোনার অসুবিধার কথা গোপন করবেন না

- সন্তানের শোনার অসুবিধার সম্পর্কে শিক্ষকদেরকে অবহিত করুন এবং তাদেরকে ক্লাসের সামনের সারিতে সন্তানকে বসাতে বলুন । সন্তানের দিকে মুখ করে শিক্ষক যেন কথা বলে সেদিকে খেয়াল রাখতে বলুন ।
- সন্তানের প্রয়োজন সম্পর্কে বন্ধু বান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের সচেতন করুন এবং সঠিক ভাবে যোগাযোগের জন্য তাদের পরামর্শ দিন ।
- আপনার সন্তানকে পারিবারিক ও সামাজিক সমস্ত কাজে যুক্ত করুন ।

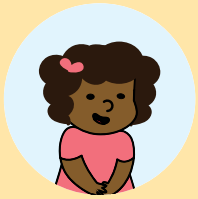

আপনার সন্তানকে তার প্রয়োজনের কথা বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করতে শেখান।

যেমন,শ্রবণযন্ত্র কাজ না করলে, কারোর কোন কথা ঠিক মত শুনতে না পেলে তাকে আবার বলার জন্য অনুরোধ করা ।

- সন্তানের সাথে ভালভাবে কথা বলার জন্য দরকার হলে ইশারার ভাষা শিখুন ।
- আপনার এলাকায় শ্রবণ বিষয়ক পরিষেবার ঘাটতি থাকলে তার সুরাহার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলুন ।
- সঠিক পরামর্শের জন্য বধিরতাযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে কাজ করে এমন কোন সংস্থা বা তাদের অভিভাবকদের সংগঠন আপনাদের এলাকায় থাকলে, যোগাযোগ করুন ।

মনে রাখবেন

প্রতি ২০ জনের মধ্যে একজনের শোনার সমস্যা আছে। এতে লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই, আপনার সন্তানের কানে কম শোনার সমস্যাকে গোপন করবেন না ।

World Health Organization whf@who.int

For more details refer to: Https://www.who.int/health-topics/hearing-loss

শ্রবণহীনতা যেন আপনার সন্তানকে সীমাবদ্ধ না করে

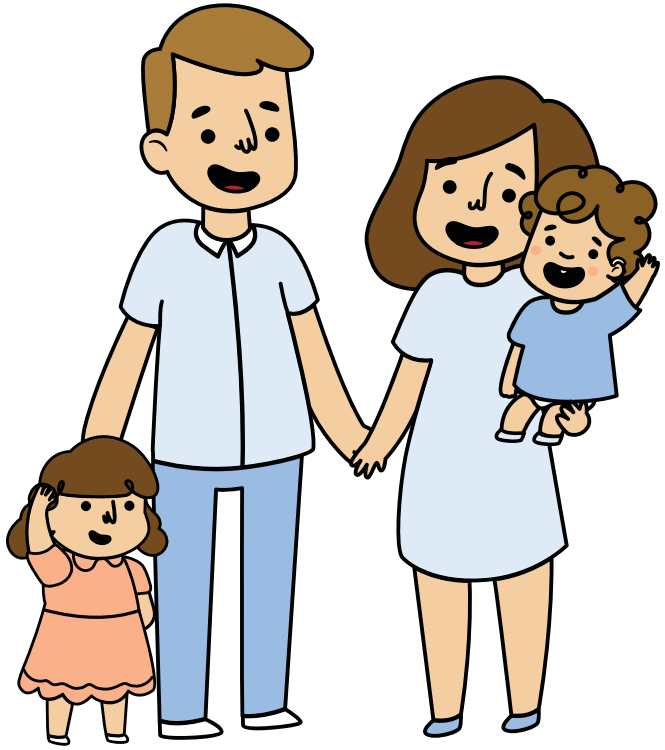

জীবন ভোর শোনা

WORLD HEARING FORUM

আমার শিশুর কি শোনার অসুবিধা থাকতে পারে ?

নিম্নলিখিত লক্ষ্মণ দেখে আপনি বুঝতে পারবেন সন্তান কানে কম শুনছে কিনা

- কোন আওয়াজে বা শব্দে সাড়া দেয় না ।
- বয়সোপযোগী কথা বা ভাষার বিকাশ না হয়ে থাকে ।
- আপনার কথা বুঝতে পারে না এবং একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে বলে ।
- নির্দেশ অনুসারে বা ঠিক মতন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না ।
- টিভির আওয়াজ বাড়িয়ে দেয় বা ফোনে ঠিক মত শুনতে পায় না ।
- স্কুলে পড়াশোনায় অসুবিধা হয় বা আচরণে সমস্যা দেখা দিচ্ছে ।
- বার বার কান থেকে পুঁজ বেরোয় বা কানে ময়লা জমে ।
- বারংবার কানে ব্যথা বা কান বন্ধ হয়ে যায় ।
- যদি সম্প্রতি মেনিনজাইটিসের মত কোন গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে ।

মনে রাখবেন

শিশু যদি কোন শব্দে বিশেষত মায়ের গলার আওয়াজ বা পড়ে যাওয়া ভারী জিনিষের শব্দে কোন সাড়া না দেয়, তাহলে শিশুর কানে কম শোনার সমস্যা বা বধিরতা রয়েছে বলে সন্দেহ করা উচিত।

আমার মনে হয় আমার সন্তানের কানে শোনার সমস্যা আছে। এক্ষেত্রে আমার কি করণীয় ?

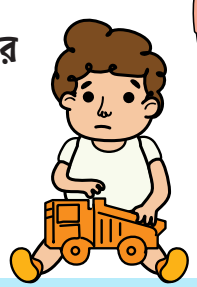

নিকটবর্তী স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে আপনার সন্তানকে নিয়ে যান কান ও কানে শোনার পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার জন্য । সাধারণত ই এন টি ডাক্তার এবং অডিওলজিস্ট এই ব্যাপারে পরীক্ষা করে থাকেন। কোথায় যেতে হবে সেই ব্যাপারে দরকার পড়লে আপনি স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী কিংবা ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন।

কি ভাবে একটা শিশুর কানের পরীক্ষা করা হয়? এটা কি নিরাপদ?

সব রকম বয়সের শিশুদের কানের পরীক্ষা করা যায়। নবজাতকের ক্ষেত্রে জন্মের কয়েকদিনের মধ্যে কানের পরীক্ষা করানো যেতে পারে। পাঁচ বছর বয়স অবধি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে শিশুদের কানের পরীক্ষা করানো হয় ।

- অটো অ্যাকোয়াস্টিক এমিশন
- অডিটরি ব্রেন স্টেম রেস্পন্স টেস্টিং
- বিহেভিওরাল অবজারভেশন অডিওমেট্রি

পাঁচ বছরের উপর শিশুদের পিওর টোন অডিওমেট্রি ব্যবহার করে কানের পরীক্ষা করা হয় ।

মনে রাখবেন

কানের পরীক্ষা খুব সহজ, যন্ত্রণা হীন এবং নিরাপদ!

কখন আমার সন্তানের কানের পরীক্ষা করানো উচিত ?

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব!

নবজাতকের ক্ষেত্রে, জন্মের প্রথম তিন মাসের মধ্যে যদি কানে কম শোনার সমস্যা ধরা পড়ে এবং ৬ মাসের মধ্যে যদি পুনর্বাসনের কাজ শুরু করা যায়, তাহলে সাধারণ শিশুদের মতন কথা বলতে পারবে ও ভাষা রপ্ত করতে পারবে।

যদি আপনার শিশু একটু বড় হয়ে গিয়ে থাকে, আরও দেরি করলে শিশুর কথা বলা এবং শেখা দুই ই বাধাপ্রাপ্ত হবে।

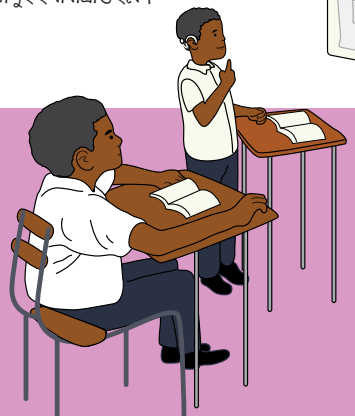

মনে রাখবেন

দ্রুত শনাক্তকরণ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ বধিরতাযুক্ত শিশুদের জীবনের অগ্রগতির মূল সূত্র।

যদি আমার সন্তান কানে শুনতে না পায়, তাহলে কি ভাবে যোগাযোগ করবে, পড়বে বা বন্ধু পাবে?

কানে শুনতে না পাওয়ার সমস্যা আপনার সন্তানের জীবনকে যাতে সীমাবদ্ধ না করে তার উপায় আছে, সেগুলি হলঃ

- কানে কোনো সংক্রমনের কারণে শোনার অসুবিধা হলে, ওষুধ বা শল্য চিকিৎসা।
- শ্রবণযন্ত্র ও ককলিয়া প্রতিস্থাপন একটি শিশুকে শোনা, কথা বলা, ভাষার বিকাশ ও শিক্ষার উন্নতিতে সহায়তা করতে পারে।
- শ্রবণ যন্ত্র পরতে শুরু করার পরেও, পুনর্বাসন ও থেরাপীর কাজ চালু রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ ।
- ইশারার ভাষা শেখানো যার মাধ্যমে আপনার সন্তান যোগাযোগ করতে পারবে।

কোন শিশুর যদি কানে কম শোনার সমস্যা ধরা পড়ে, তাহলে শিশুর পরিবারকে ই এন টি স্পেশালিষ্ট এবং অডিওলজিস্ট এর সঙ্গে পরামর্শ করে সঠিক পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দিতে হবে। উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ সম্পর্কিত কাজ এবং প্রাথমিক পর্যায়ে কান ও শোনার যত্ন নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বিস্তারিত তথ্য পেতে পারেন।

মনে রাখবেন

সঠিক সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ করলে, আপনার সন্তান যে কোন কাজে সফল হতে পারে এবং তার উন্নতির পথে কোন কিছু অন্তরায় হবে না ।